আজকের তারুণ্য ও ভবিষ্যত

- বিশ্বে ১৮০ কোটি মানুষ আছে যাদের বয়স ১০-২৪ বছরের মধ্যে। এই বিশাল জনগোষ্ঠী পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় চার ভাগের এক ভাগ। এর মধ্যে আছে কিশোর (১০-১৯ বছর) এবং তরুণ (১৫-২৪ বছর)। ২০১০ সালে বিশ্বের ২৮ শতাংশ জনগোষ্ঠীর বয়স ছিলো ১০ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। আগামী ২৫ বছরে বিশ্বের বেশিরভাগ স্থানে মোট জনসংখ্যার বিপরীতে তারুণ্যের এই আনুপাতিক হার কমবে। এই সময়ে ইউরোপ ও আফ্রিকা বাদে সব অঞ্চলেই মোট জনসংখ্যায় কিশোর ও তরুণের শতকরা হার হবে ২০ শতাংশের বেশি।
- যদি এখন থেকেই তরুণদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়, যদি তাদের সামনে স্বাস্থ্যসম্মত জীবন অভ্যাসের একটি কাঠামো দাঁড় করানো যায়- তবে তা হবে ভবিষ্যতের জন্য সেরা বিনিয়োগ।
- আগামী দুই দশক বিশ্বের সব উন্নয়ন চিন্তায় আলোচনার কেন্দ্রে থাকবে কিশোর এবং তরুণরা। শুধুমাত্র সংখ্যায় বেশি বলেই যে তরুণরা আলোচনার কেন্দ্রে ব্যাপারটা তা নয়। এর পেছনে আরো কিছু কারণ রয়েছেঃ

১. সময়ের সাথে বিশ্বের প্রজনন হার কমে যাওয়ায় যতোই দিন যাবে মোট জনসংখ্যার বিপরীতে তরুণদের সংখ্যা কমতে থাকবে। আর তাই তরুণ প্রজন্মকে পারস্পরিক সহযোগিতায় বিশ্বাসী হতে হবে। আর যেহেতু মানুষের গড় আয়ু সময়ের সাথে বেড়ে চলেছে, আশা করাই যায় এ প্রজন্মের তরুণদের আয়ু আগের প্রজন্মের চেয়ে বেশি হবে।
২. একইসাথে তরুণ প্রজন্মকে ক্রমেই বেড়ে চলা বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতা করতে হবে।
৩. তরুণ প্রজন্মের একটা বড় অংশেরই অবস্থান নিম্ন-আয়ের দেশগুলোতে। সেখানে শিক্ষাব্যবস্থা যেমন উন্নত নয়, তেমনি উন্নত প্রজনন স্বাস্থ্যও নিশ্চিত নয়। উন্নত কর্মসংস্থানের সুযোগ কম বলে উন্নত জীবনের সন্ধানে পাড়ি জমাতে হয় অন্য দেশে।
৪. তরুণ প্রজন্মের মনে অনেক আশা, অনেক স্বপ্ন। তারা স্বপ্ন দেখে- স্বনিয়ন্ত্রিত, স্বাধীন ও উন্নত জীবনের সুযোগ ঘেরা এক জীবনের। তথ্যপ্রযুক্তির বলে আজ তারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে আগের চেয়ে বেশি সচেতন। আর তাই আগের প্রজন্মের চেয়েও বড় তাদের স্বপ্ন।

কিশোর ও তরুণ প্রজন্মের বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যঃ

দারিদ্র্য ঃ

বিশ্বজুড়ে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী কিশোর ও তরুণদের পেছনে দৈনিক দুই মার্কিন ডলারেরও কম ব্যয় হচ্ছে। তারপরেও, বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ দেশ আজো দারিদ্র বিমোচন নীতি তৈরিতে কিংবা জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় তরুণ প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করে না।

শিক্ষা ঃ

- বিশ্বজুড়ে নিম্ন-মাধ্যমিক শিক্ষার বয়স হয়েছে এমন ৬ কোটি ৯০ লাখ কিশোর-কিশোরী স্কুলে যায় না। আফ্রিকার সাহারা অঞ্চল এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ায় স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার সর্বোচ্চ। এসব অঞ্চলে ২০১১-তে শিক্ষাজীবন শুরু করেছে এমন শিক্ষার্থীদের এক-তৃতীয়াংশই কখনোই শিক্ষাজীবন সম্পন্ন করতে পারবে না। শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে পড়ার এই হার ছেলেদের থেকে মেয়েদের মধ্যে আরো বেশি। বাকি দুই-তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী, যারা স্কুলজীবন সম্পন্ন করবে, তাদের ক্ষেত্রেও উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত নয়। দেখা গেছে, ২৫ কোটি শিশু চতুর্থ শ্রেণিতে উঠেও লিখতে বা পড়তে পারে না। শুধু তাই নয়, অনুন্নত দেশগুলোতে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী ছেলে শিক্ষার্থীদের চার ভাগের এক ভাগই অশিক্ষিত। মেয়েদের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা প্রতি তিন জনে একজন। এটি যে শুধু সম্ভাবনাময় জীবনের অপমৃত্যু তাই নয়, একইসাথে বিনিয়োগেরও অপব্যয়।
- গত এক দশকে বিশ্বে সর্বোচ্চ সংখ্যক মেয়ে তাদের প্রাথমিক শিক্ষাজীবন শেষ করেছে। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কিশোরীদের মাধ্যমিক শিক্ষা আজো একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষত আফ্রিকার সাহারা অঞ্চল এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোতে এই সমস্যা প্রকট। শুধু যে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার মাঝে মেয়ে শিক্ষার্থীরা ঝরে যাচ্ছে তাই নয়, বরং নিম্ন- মাধ্যমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে ঝরে পরা মেয়ে শিক্ষার্থীর হারও আশঙ্কাজনক। বিয়ে, সন্তানধারণ এবং গার্হস্থ্য কাজের কারণে স্কুলে যেতে পারছে না মেয়েরা, ঝরে যাচ্ছে সম্ভাবনাময় জীবন।

স্বাস্থ্যঃ

- ১৫ বছরেরও কম বয়সে কিশোরীরা জোরপূর্বক যৌনসম্পর্কের শিকার হওয়ায় কৈশোরে গর্ভধারণের ঘটনা বাড়ছে।
- প্রতিবছর বিশ্বজুড়ে ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী দেড় কোটি মেয়ে সন্তান প্রসব করে। ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রেই এর জন্য দায়ি বাল্যবিবাহ।
- বিশ্বজুড়ে ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সী ২০ লাখেরও বেশি কিশোর-কিশোরী এইচআইভি এইডস রোগে আক্রান্ত। এইচআইভিতে আক্রান্ত হওয়ার এসব ঘটনার ৭ ভাগের ১ ভাগই ঘটে কৈশোর অবস্থায়।

বাল্যবিবাহ ঃ

বাল্যবিবাহ দূরীকরণে পুরো বিশ্ব একমত হওয়ার পরেও উন্নয়নশীল দেশগুলোর এক-তৃতীয়াংশ মেয়েরই ১৮ বছর বয়সের আগেই বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। ১৫ বছরের আগেই বিয়ে হয়ে যাচ্ছে এদের প্রতি ৯ জনে ১ জনের। যদিও এই সংখ্যা কমছে, তবু শুধু চলতি দশকেই ৫ কোটি মেয়ের ১৫ তম জন্মদিনের আগেই বিয়ে হয়ে যেতে পারে ।

তারুণ্যে বেকারত্ব ঃ

২০১৩-তে বিশ্বের ২০ কোটির বেশি মানুষ ছিলো বেকার। এদের মধ্যে ৭ কোটি ৪৫ লাখেরই বয়স ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। পূর্ণবয়স্কদের চেয়ে কিশোর ও তরুণ বেকারের সংখ্যা ছিলো তিন গুণ। বিশ্বের কোন কোন দেশে মোট বেকারের অর্ধেকেরও বেশি ছিলো তরুণ। বেকারাত্বের হার কমাতে ২০১৫ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্ব অর্থনীতিকে ৬৭ কোটি নতুন চাকরী র সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

নৃশংসতা, আঘাত ও মৃত্যু ঃ

- বিশ্বজুড়ে অর্ধেকেরও বেশি যৌন নির্যাতনের শিকার হয় ১৬ বছরের কম বয়সী মেয়েরা। এর ফলে কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের সম্পৃক্ততা কমছে, ঝরে পড়া মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সীদের মধ্যে আত্মহত্যা মৃত্যুর অন্যতম কারণ। এর পরেই আছে সামাজিক ও পারিবারিক নৃশংসতা। অনৈচ্ছিক আঘাতের কারণে কৈশোরে মৃত্যু, পঙ্গুত্ববরণ, রাস্তাঘাটে দুর্ঘটনা, পানিতে ডোবা এবং অগ্নিদগ্ধ হওয়ার ঘটনাও ঘটে অনেক। উন্নয়নশীল দেশগুলো কৈশোরে শারীরিক আঘাত পাওয়ার হার সবচেয়ে বেশি।
- বিশ্বজুড়ে ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী ছেলেরা সবচেয়ে বেশি হত্যার শিকার হয়। যুদ্ধ অথবা সশস্ত্র সংগ্রাম চলছে এমন দেশে বাস করে বিশ্বের ১৪ কোটিরও বেশি মেয়ে। যুদ্ধের কারণে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে ৪ কোটিরও বেশি মানুষ। এদের শতকরা ৮০ শতাংশই নারী, শিশু ও তরুণ। যুদ্ধের সময় কিশোর-কিশোরীদের বিভিন্ন ধরণের নির্যাতন ও নৃশংসতার শিকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবু আজো যুদ্ধ চলাকালে সবচেয়ে কম নিরাপত্তা ও সহায়তা পায় তারাই

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ঃ

এ যুগের তরুণ সমাজ আর যে কোন সময়ের চেয়ে পরস্পরের সাথে বেশি সংযুক্ত। ২০১১-তে বিশ্বের মোট ইন্টারনেট ব্যবহার কারীর ৪৫ শতাংশেরই বয়স ছিলো ২৫ এর কম। উন্নত দেশের তুলানায় উন্নয়নশীল দেশে এই বয়সসীমার ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ৩ গুণ।

ইউএনএফপিএ'র অঙ্গীকার ও ভূমিকা ঃ

ইউএনএফপিএ বিশ্বাস করে তারুণ্যের ভবিষ্যত সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে প্রয়োজন সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করা ও মানুষে-মানুষে পার্থক্য ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ানো। উদ্দেশ্য জাতীয় ও আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনায় রেখে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন। কিশোর-কিশোরী ও তারুণ্যের উন্নয়নে ইউএনএফপিএ'র ভূমিকার মধ্যে আছেঃ

- সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করে সুবিধবঞ্চিত তরুণ সমাজ, বিশেষত মেয়েদের কাছে পৌছানো।
- নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণে তারুণ্যের অগ্রাধিকার

বিশ্বের সকল দেশ ও সমাজকে ইউএনএফপিএ আহ্বান জানাচ্ছে, আসুন তরুণদের উন্নত ভবিষ্যতের জন্য কাজ করি - যাতে তরুণরা স্বনির্ভর, সুশিক্ষিত, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে জীবন গড়তে পারে। তরুণরা যাতে এসটিআই কিংবা এইচআইভি'র মতো রোগ আক্রান্ত না হয়, সকল নৃশংসতা থেকে যেন দূরে থাকে, অপরিকল্পিত গর্ভধারণ কিংবা অনিরাপদ গর্ভপাত না করতে হয় সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। আসুন এমন এক ভবিষ্যত গড়ে তুলি যেখানে মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, নারী-পুরুষ সমমর্যাদা, সমঅধিকার সমুন্নত থাকবে ; নিশ্চিত হবে তরুণদের মানবাধিকার। তবেই সে ভবিষ্যত হবে টেকসই ভবিষ্যত, যে ভবিষ্যত আমরা চাই।

বাংলাদেশের তরুণ জনগোষ্ঠী ঃ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ঃ

- ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গ কিঃ মিঃ আয়তনের একটি ক্ষুদ্র দেশের বর্তমান জনসংখ্যা ১৫২.২৫ মিলিয়ন (তথ্যঃ বিপিএন্ডএইচসি-২০১১)। এই বিপুল জনসংখ্যার মধ্যে মোট কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা মাত্র ৯ কোটি ৫৫ লক্ষ ৮৪ হাজার যার মধ্যে ৪ কোটি ৭৮ লক্ষ ৪৭ হাজার পুরুষ এবং ৪ কোটি ৭৭ লক্ষ ৩৭ হাজার নারী আবার এই কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর মধ্যে তরুণ- তরুণীদের (বয়সঃ ১৫-২৪ বছর) সংখ্যা মাত্র ২৯% যার মধ্যে তরুণদের সংখ্যা ১ কোটি ৩৫ লক্ষ ৪ হাজার এবং তরুণীদের সংখ্যা ১ কোটি ৪১ লক্ষ ৪৫ হাজার। এই তরুণ- তরুণীদের মধ্যে ৪০% কোন শিক্ষাই গ্রহন করেনি এবং মাত্র ০.১০% কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করেছে (তথ্যঃ বিবিএস-২০১২) ।
- বাংলাদেশ বিয়ের বৈধ বয়স পুরুষের ক্ষেত্রে ২১ বছর এবং নারীদের ক্ষেত্রে ১৮ বছর নির্ধারিত থাকা সত্ত্বেও এদেশে বাল্য বিবাহ বহুল প্রচলিত। বিশেষতঃ মেয়েদের ক্ষেত্রে এর আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ ১০-১৪ বছর বয়সের মধ্যে ১১% ও ১৫-১৯ বছর বয়সের মধ্যে ৪৬% বাল্য বিবাহের শিকার হয়। পল্লী অঞ্চলে এর প্রভাব আরও বেশি এবং সেখানে ৮৫% মেয়েরই ১৬ বছর বয়সে পৌছার আগেই বিয়ে হয়ে যায়। কিশোরীদের এক-তৃতীয়াংশ ১৫-১৯ বছর বয়সের মধ্যে গর্ভধারণ করে। ১৫-১৯ বছর বয়সের কিশোরীদের প্রতি ১০০০ জনে প্রজনন হার ১৩৫ যা বিশ্বে এই বয়সের মেয়েদের মধ্যে সর্বোচ্চ।
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি বড় অংশীদার হচ্ছে এদেশের তরুণ সমাজ। তারা দেশের শ্রম শক্তির মূল যোগান দাতা। এসব তরুনদের অধিকাংশ কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। আবার, কিছু অংশ বিভিন্ন শিল্প কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করে এবং অল্প কিছু সংখ্যক বিদেশে যায়, যার আবার অধিকাংশই শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। অবশিষ্ট অল্প কিছু সংখ্যক তরুণ-তরুণী নিজেকে দক্ষ করে গড়ে তোলার কাজে নিয়োজিত। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ থেকে ৪ লক্ষ ৩২ হাজার ৬৯ জন শ্রমিক বিদেশে গিয়েছে এবং তারা ঈর্ষণীয়ভাবে আমাদের ঐ অর্থ বছরের সমগ্র বৈদেশিক সাহায্যের ৭ গুণেরও বেশি অর্থাৎ, ১৪,৪৬১.১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ দেশে পাঠিয়েছে এবং জিডিপিতে এর অবদান ১১.১০%। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, আমরা যে জনশক্তি রপ্তানী করে থাকি তার অধিকাংশই অদক্ষ জনশক্তি হিসেবে রপ্তানী করে থাকি।

বাংলাদেশের তরুণ জনগোষ্ঠী ঃ সম্পদ ও সম্ভাবনা ঃ

- বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৩১%ই হলো কিশোর-কিশোরী ও তরুন-তরুণী । এই তরুণ-তরুণীদের একটি বড় অংশ দ্রুত প্রজননক্ষম বয়সে প্রবেশ করছে যা বাংলাদেশের জন্য একটি বিশাল জনমিতিক সম্ভাবনা(Demographic Window of Opportunity) সৃষ্টি করেছে। যদি এই সম্ভাবনাময় তরুণ সমাজের জন্য সঠিক উন্নয়ন কৌশল, কর্ম-পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারি এবং তাদের উপযোগী কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারি, তবেই এই জনমিতিক সুযোগ বা বোনাসকে কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের আর্থ-সামাজিক ও কাঠামোগত উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারব
- এই বিশাল তরুণ জনগোষ্ঠীকে প্রজনন স্বাস্থ্যসহ পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কেও সচেতনতার শিক্ষা দিতে হবে।তাই তরুণ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই খাতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগের এখনই সময়।

- তরুণ ও যুবসমাজের সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার এবং প্রবীণদের ভূমিকাকে পূর্ণতা দেয়ার কাজটি সহজ নয়। পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেই কেবল এটি করা সম্ভব। আমরাই পারি এমন একটি সমাজ গড়ে তুলতে- যেখানে তরুণ ও প্রবীণদের অধিকার যেমন সুরক্ষিত থাকবে, তেমনি নানা উন্নয়ন কাজে তারা সমান অংশীদার হওয়ার সুযোগ পাবে।

পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য কার্যক্রমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার ঃ

শিমুমৃত্যু হার হ্রাসে সাফল্যের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমডিজি অ্যাওয়ার্ড-২০১০ গ্রহণ উপলক্ষে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৫ তম অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণে এমডিজির লক্ষ্যমাত্র অর্জনে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি বিশেষ করে কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীদের প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে বলেছেন-

১. ২০১৫ সালের মধ্যে কিশোর-কিশোরীদের মাঝে গর্ভধারণের হার হ্রাসের লক্ষে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিয়ের ন্যূনতম বয়স সংক্রান্ত আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন করা হবে।

২. এক-তৃতীয়াংশ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রকে মানোন্নীত করে সেখানে কৈশোর বান্ধব প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্যসেবা অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

৩. পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদার হার ২০১৫ সালের মধ্যে বর্তমানের ১৭.৬০% থেকে কমিয়ে অর্ধেকে নামিয়ে আনা এবং সর্বজনীন শৈশবকালীন অসুস্থ্যতা ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

৪. ২০১৫ সালের মধ্যে দক্ষ্য স্বাস্থ্যকর্মী কর্তৃক শিশুজন্ম বর্তমানের (২৪.৪০%) দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে আরও তিন হাজার মিডওয়াইফকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৫. ৪২৭টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগ, ৫৯টি জেলা হাসপাতালের মানোন্নয়ন এবং ৭০টি মাও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রকে জরুরী প্রসুতি সেবা প্রদানের জন্য বিশেষায়িত সেবাকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য কার্যক্রমের সাফল্য ঃ

গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জনমিতিক সূচকে অভাবনীয় অগ্রগতি হয়েছে। মাতৃমৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ২০০১ সালে ছিল ৩.২০ জন যা ২০১০ সালে হ্রাস পেয়ে ১.৯৪ হয়েছে এবং এ কর্মসূচি দেশ-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। শিশুমৃত্যু হ্রাসে সাফল্যের জন্য বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো এমডিজি অ্যাওয়ার্ড-২০১০ পেয়েছে। (তথ্যঃ BMMS-2010)

- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯৭৪ -এর ২.৬১% থেকে ২০১১ সালে ১.৩৭%-এ হ্রাস পেয়েছে (আদমশুমারী চূড়ান্ত প্রতিবেদন-২০১১);
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ১৯৭৫-এর ৭.৭% থেকে ২০১০ সালে ৬১.২%-এ উন্নীত হয়েছে (BDHS -2011)
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের ড্রপ আউটের হার ২০০৪ সালের ৪৯% থেকে ২০১১ সালে ৩৫.৭%- হ্রাস পেয়েছে (BDHS-2011);
- মোট প্রজনন হার বা মহিলাপ্রতি গড় সন্তান জন্মদানের হার ১৯৭১ সালের ৬.৩ থেকে ২০১০ সালে ২.৫-এ হ্রাস পেয়েছে (BDHS-2011);
- এক বছরের কমবয়সী শিশুমৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ১৯৭৫ সালের ১৫০ থেকে ২০১১ সালে ৪৩ -এ হ্রাস পেয়েছে (BDHS- 2011);
- অপূর্ণ চাহিদার হার ১৯৯৩-৯৪ সালের ১৯ শতাংশ থেকে ২০০৭ সালে ১১.৭ -এ হ্রাস পেয়েছে (BDHS -2011);
- প্রত্যাশিত গড় আয়ু ১৯৯১ সালের ৫৬.১ থেকে ২০১১ সালে ৬৬.৯-এ বৃদ্ধি পেয়েছে (BBS -2012)।

পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য কর্মসূচির চ্যালেঞ্জসমূহ ঃ

দীর্ঘ প্রায় ছয় দশকের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে অনেক সাফল্য এসেছে। তবে ২০১৬ সাল নাগাদ এইচপিএনএসডিপি (HPNSDP)-র লক্ষ্যমাত্রা, ২০১৫ সাল নাগাদ এমডিজি-র লক্ষ্যমাত্রা এবং ভিশন-২০২১ পূরণের পথে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ :

- বাল্যবিবাহ এখনো একটি বড় সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিদ্যমান। ১৮ বছর বয়স হওয়ার পূর্বে মেয়েদের বিয়ে না দেয়ার আইন প্রচলিত থাকলেও ৬৬ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয় ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগেই এবং এর এক- তৃতীয়াংশ ১৯ বছর বয়স হওয়ার আগেই মা বা গর্ভবতী হয়ে যান;
- ১৫-১৯ বছর বয়সীদের মধ্যে মাত্র ৪৫.৮ শতাংশ পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করছেন (UESD- 2010);
- জনসংখ্যার ৩১ শতাংশই হচ্ছে ১০-১৫ বছর বয়সী তরুণ-তরুণী , যাদের মাত্র ১% দক্ষ কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন (তথ্যঃ বিবিএস-২০১২) ;
- পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদা (Unmet Need) ১৩.৫ শতাংশ(BDHS -2011) ;
- বিভিন্ন পদ্ধতিতে ড্রপআউটের (Drop out) হার এখনো ৩৫.৭ শতাংশ(BDHS -2011);
- পরিকল্পিত পদ্ধতি গ্রহণে পুরুষ ও মহিলার অনুপাত প্রায় ১:৯; এবং

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ঃ

- ২২,১২৯ জন পরিবার কল্যাণ সহকারী,৪৬৯৩ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা এবং২৩৯৮ জন উপ- সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার মাঠ পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ে সেবা ও পরামর্শ দিচ্ছেন।
- মা ও শিশুস্বাস্থ্যের উন্নয়নে সারাদেশে প্রতিটি ইউনিয়নে প্রতি মাসে ৮টি করে প্রায় ৩০ হাজার স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়া ঢাকার আজিমপুরস্থ MCHTI, মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার, ১০১টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (MCWC), ৪২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এর মা ও শিশুস্বাস্থ্য ইউনিট এবং ৩,৮২৭টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH & FWC) মা ও শিশু এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সেবায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে ।
- ২০১৫ সাল পর্যন্ত জন্মনিয়ন্ত্রণ উপকরণ মজুদ নিশ্চিত করা হয়েছে এবং ২০১৬ পর্যন্ত মজুদ নিশ্চিত করার জন্য ক্রয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
- মা ও শিশুস্বাস্থ্য কার্যক্রমের উন্নয়নের জন্য ইতোমধ্যে ৮৪২৮ জন পরিবার কল্যাণ সহকারীকে CSBA(Community Skilled Birth Attendant) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে কর্মরত পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাদের ধাত্রীবিদ্যায় জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ছয় মাস মেয়াদী মিডওয়াইফারী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এবং ইতোমধ্যে ১৫৯৬ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা এ বিষয়ে প্রশিক্ষিত হয়েছে। ১৪৪১ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে (UH & FWC) সপ্তাহে সাত দিন দিনে চব্বিশ ঘণ্টা স্বাভাবিক প্রসব সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ৭০ টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে জরুরী প্রসূতি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। দেশের অনুন্নত উপকূলীয় ২৩টি উপজেলায় IYCF এবং MNP Supplementation কার্যক্রম চলমান রয়েছে ।
- পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে বিশেষ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৭ সালে দুটি ও ২০০৮-২০১২ সালে একটি করে এবং ২০১৩ সালে দুটি পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও প্রচার সপ্তাহ পালন করা হয়েছে। সেবা ও প্রচার সপ্তাহ পালনের মাধ্যমে পদ্ধতি গ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বিশেষ করে স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা। ২০১৪ সালের ৭-১২ জুন অনুষ্ঠিত সেবা সপ্তাহে মোট ১০,৬৯২ জন স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণকারীর মধ্যে পুরুষ ছিলেন ৪,০৯২ জন এবং মহিলা ৬,৬০০ জন। একই সাথে ব্যাপক সেবাদান ও প্রচার স্থানীয় পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা সেবা বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করেছে।
- পরিবার পরিকল্পনার স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি গ্রহণকারী বৃদ্ধি, ড্রপআউট এবং মাতৃ ও শিশুমৃত্যু হার হ্রাস, অপূর্ণ চাহিদা পূরণ, মোট প্রজনন হার (TFR) হ্রাসে কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে (National Communication Strategy for FP-RH)
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ (আইইএম) ইউনিট থেকে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ, বাল্যবিবাহ রোধ, দু'সন্তানের মাঝে বিরতির সময় বৃদ্ধি, সন্তান সংখ্যা সীমিত রাখা, দক্ষ দাই দ্বারা সন্তান প্রসব করানো , গর্ভবতী সেবা প্রাপ্তির ৩টি বিলম্ব ও ৫টি প্রসবকালীন বিপদ চিহ্ন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি, নব-দম্পতি ও এক সন্তান বিশিষ্ট দম্পতি এবং যুবক-যুবতীদের নিয়ে অবহিতকরণ কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় টিভিসি, আরভিসি, নাটক, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান প্রচার অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া সারাদেশে পল্লীগান (পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক), বিলবোর্ড ও ট্রাইভিশন স্থাপন করে ছোট পরিবার গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন -এর পপুলেশন সেল জনসংখ্যা বিষয়ক নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচার করছে।
- কিশোর-কিশোরীদের প্রজননস্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Adolescent Reproductive Health Strategy প্রণীত হয়েছে এবং সকল সেবা কেন্দ্রকে পর্যায়ক্রমে কৈশোরবান্ধব করার জন্য National Plan of Action প্রণয়ন করা হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ঃ

- ইতোমধ্যে সব জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ে Internet ও Fax সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। সকল উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ে কম্পিউটার সরবরাহ এবং ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- কেন্দ্রীয় পণ্যাগার ও ২১টি আঞ্চলিক পণ্যাগারকে ইন্টারনেট সার্ভিসের আওতায় আনা হয়েছে এবং পরিবার পরিকল্পনা উপকরণাদির সরবরাহ প্রক্রিয়া WIMS ও UIMS -এর মাধ্যমে অটোমেশন সম্পন্ন করা হয়েছে ,যা Supply Chain Web Portal -এর মাধ্যমে Website -এ সংযুক্ত করা হয়েছে। এতে কেন্দ্রীয়ভাবে পণ্যাগারের কার্যক্রম মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছে এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরকে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে আধুনিকায়ন করা হয়েছে।
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইটকে (www.dgfp.gov.bd) হালনাগাদ করে সরকারি web Portal-এর সাথে re-align করা হয়েছে।
- ভিশন ২০২১ -এর সাথে সঙ্গতি রেখে অধিদপ্তরের ক্রয়/সংগ্রহ কার্যক্রম, বিতরণ এবং মজুদ অবস্থা নতুন সফ্টওয়ারের আওতায় আনা হয়েছে।
- মাঠকর্মীর ব্যক্তিগত পারফরমেন্স কম্পিউটারের মাধ্যমে পর্যালোচনা করার জন্য অধিদপ্তরে একটি ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে এবং প্রতিটি মাঠকর্মীর অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হচ্ছে।
- USAID -এর আর্থিক সহায়তায় সিলেট ও চট্টগ্রাম জেলায় পরিবার কল্যাণ সহকারী ও স্বাস্থ্য সহকারী(নির্বাচিত) -দের মাঝে নোটপ্যাড (৩০০টি) বিতরণ করা হয়, যা তাদের দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কাজ করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

- USAID -এর আর্থিক সহায়তায় এবং BKMI এর কারিগরি সহায়তায় আইইএম ইউনিট , পরিবার পরিকল্পনা অদিদপ্তর অত্র ইউনিট থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন HPNSBCC প্রকাশনাগুলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা বিশ্বের গবেষক, পরিকল্পনাবিদ,শিক্ষক এবং ছাত্রসহ আগ্রহী সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে উক্ত প্রকাশনাগুলোর সমন্বয়ে একটি ডিজিটাল আর্কাইভ গড়ে তোলার কার্যক্রম বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন।
- এই প্রথমবারের মত পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আইইএম ইউনিটের উদ্যেগে জনসংখ্যা দিবস-২০১৪ এর প্রতিপাদ্যকে তরুণ সমাজের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে সামাজিক যোগাযোগের জনপ্রিয় মাধ্যম ফেসবুকে প্রচারণার আয়োজন করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, জনসংখ্যার বৈচিত্র ও গতিপ্রকৃতি যেমন কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণী, এদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা,কারিগরি দক্ষতা এবং এ বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন ও যথাযথ বিনিয়োগের উপরই নির্ভর করছে বাংলাদেশের সামগ্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন। এ বিষয়গুলোকে সক্রিয় বিবেচনায় রেখে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ঘোষিত অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।